জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ৫০ নয়া পয়সা। ২৲ দুই টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা ২৫ নয়া পয়সা

নগদ মূল্য ছয় নয়া পয়সা

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৪৪শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—১৫ই আশ্বিন বুধবার ১৩৬৪ ইংরাজী 2nd Oct. 1957 { ১৯শ সংখ্যা

১০ই আশ্বিন ১৮৭৯ শকাব্দ

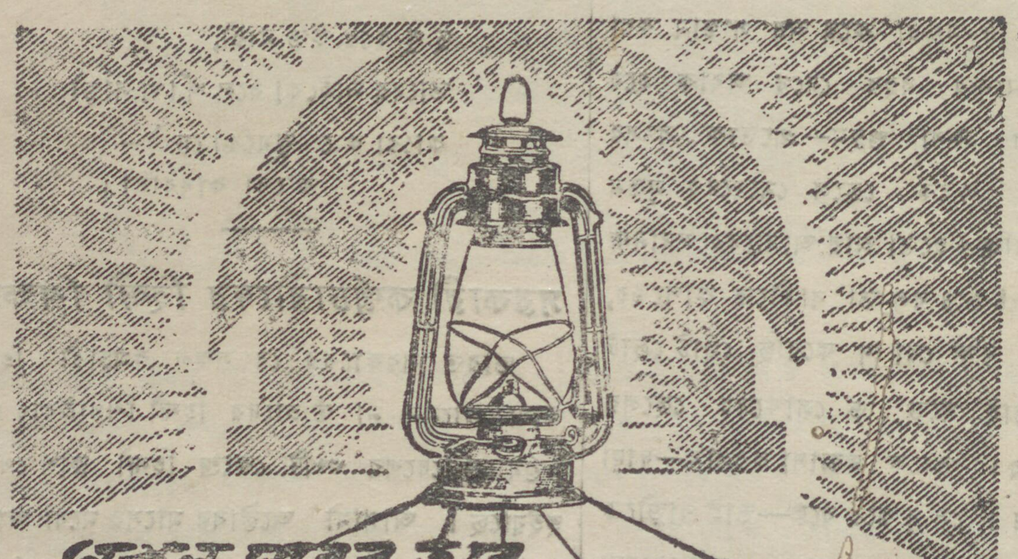

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

দূরের মানুষ কাছে হয়

ফটো যদি সঙ্গে রয়

রঘুনাথগঞ্জ থানার উত্তরে শ্রীঅরুণ ব্যানার্জ্জীর ষ্টুডিওতে অনুসন্ধান করুন।

স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত

হ্যানিম্যান হল

মুর্শিদাবাদ জেলার আদি ও শ্রেষ্ঠতম

হোমিও প্রতিষ্ঠান

হোমিওপ্যাথিক ও বাইওকেমিক ঔষধ কলিকাতার দরে বিক্রয় হয়। পাইকারী গ্রাহকদের বিশেষ সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া হয়। আমরা যত্নের সহিত ভি. পি. যোগে মফঃস্বলে ঔষধ সরবরাহ করি।

হোমিও পেটেন্ট

"আইওলিন"

চক্ষু ওঠায় ফল সুনিশ্চিত।

হ্যানিম্যান হল

খাগড়া, মুর্শিদাবাদ।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৫ই আশ্বিন বুধবার সন ১৩৬৪ সাল।

দুর্গোৎসব

—০—

রাবণ বধের জন্য শ্রীরামচন্দ্রের ত্রেতাযুগে দেবীর বিশ্রামকালে তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া বোধন শরৎকালে অকাল বোধন বলিয়া বর্ণিত হইলেও এতদ্দেশে এই দুর্গা পূজাকেই শারদীয়া মহাপূজা বলিয়া উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৩ই আশ্বিন মহাসপ্তমী ও ১৪ই আশ্বিন মহাষ্টমী এবং সন্ধিপূজা সমাপ্ত হইয়াছে আজ ১৫ই তারিখে মায়ের নবম্যাদি কল্পারম্ভ। মা জগদম্বার প্রতিমার স্থিতি চণ্ডীমণ্ডপে মাত্র একদিন। দশমীর দিন তাঁহার প্রতিমা নিরঞ্জনের পর সম্বৎসরের প্রত্যাশিত উৎসবের এ বৎসরের মত পরিসমাপ্তি হইবে। রামচন্দ্র রাবণ বধ করিয়া যে বিজয়োৎসব করিয়াছিলেন, তাহারই অনুকরণে সকলেই বিজয়লাভের পর রাম লক্ষ্মণ তাঁহাদের বানরচমূ যেমন আনন্দ করিয়াছিলেন, দেবগণ তাঁহাদের পরম শত্রু ও ভীতির পাত্র রাবণ নিধনে যে আনন্দের উদ্‌যাপন করিয়াছিলেন, আজকাল হিন্দুসাধারণ সেই প্রথা চলিত রাখার জন্য যেন শত দুঃখ দৈন্য তিন দিনের জন্য ভুলিয়া কৌলিক বজায় রাখেন। আমরা আমাদের কোন্ শত্রুর নিধন করিয়াছি বা তাহার অত্যাচারের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছি তাহা জানি না। দেখা দেখি আনন্দ দেখাই বুকভরা দুঃখ চাপা দিয়া।

সকলের বাড়ীতে পূজা হয় না। যদিও অনেক বাড়ীতে ঘটে পূজা হয়, সেখানে যেন দর্শক ভক্তের সংখ্যা নাই বলিলেই হয়। চণ্ডীমণ্ডপে চণ্ডীপাঠ শুনিলে, সামান্য আয়োজন ও তার বিনিময়ে মায়ের নিকট প্রার্থনার বহর ও প্রার্থিত বস্তুর দাবি শুনিলে আমাদেরই চক্ষু স্থির হইয়া যায়।

আমরা গত সপ্তাহে শ্রীরামচন্দ্রের উপকরণ সংগ্রহে ভক্তি, একাগ্রতা, তৎসহ চরিত্রের পরীক্ষা দেওয়ার কথা বলিয়াছি। আমাদের পূজার উপকরণে কষ্টলভ্য দ্রব্যাদির অনুকল্পে (পরিবর্ত্তে) গঙ্গোদকম্ দিয়া কাজ সারা দেখিলে হাস্য সংবরণ করা যায় না। দেওয়ার বেলায় গঙ্গোদকম্ চাহিবার বেলায়—ধন, পুত্র, রাজ্য এবং মনোরমা অনুগতা ভার্য্যা চাহিতে লজ্জাবোধ করি না। মা এসে অবধি প্রত্যহ শুনিতেছেন "দেহি, দেহি, দেহি।" প্রতি বৎসরই শুনে শুনে তাঁর অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। তিনিও যাবার সময় বোধ হয় বলেন, ধনার্থে, পুত্রার্থে, রাজ্যার্থে সব অর্থে গঙ্গোদকম্ নিয়ে খুসী হও। যাই হোক রাজা হইতে দীন দুঃখী মায়ের পূজায় তিন দিন অনেকাংশে দুঃখ ভুলে থাকে তাতে সন্দেহ নাই। মায়ের আনন্দময়ী নামের গুণে।

সুখ ও দুঃখের কোনও পরিমাণ করা চিরদিনই খুব কঠিন। ধনীর আনন্দ জরীপ করার আর্য্যা আমাদের সাধ্যাতীত। তবে প্রায় ৬০ বৎসর আগেকার এক দিনমজুরী করে অন্ন সংস্থান করা কাঙ্গালের আনন্দের বহর দেখে অবাক হয়ে যেতাম। তার কথা শুনুন—প্রত্যেক বৎসর পূজার পূর্ব্বে লোকে ছেলে মেয়েদের নূতন কাপড়ের জন্য চিন্তিত হতো আর আমাদের সদানন্দ প্রেমলাল দাদা, চেঁচিয়ে বলতো বাড়ীতে কাপড়ের, নূতন কাপড়ের বৃক্ষ রোপণ করেছি ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তাই পড়ে বড় লোকদের ছেলের সঙ্গে পাল্লা দিবে। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম—দাদা গাছে কাপড় হয়। সে বুঝে বল্লে—ভাই বাড়ীতে দুটো শিউলী ফুলের গাছ আছে। ছেলেমেয়েরা ঐ সব ফুল শ্রাবণ মাস হ'তে কুড়িয়ে জমা করে। ওদের মা সব বোঁটা কেটে সেগুলি রোদে শুকিয়ে রাখে। আমাদের ছ্যাঁড়া কাপড়গুলিকে কেটে ওদের পরা হয় তেমনি টুকরো করি। সাজি মাটি দিয়ে সিদ্ধ করি। সাজি মাটি কেনার পয়সা না থাকে কলাগাছের শুকনো বাস্‌না, পাতা, জ্বালিয়ে ক্ষার ক'রে কাপড়গুলি সিদ্ধ করে পরিষ্কার করি। রাত্রে ছেলেরা যখন ঘুমায় তখন সেই শিউলী ফুলের বোঁটাগুলি জলে দিয়ে কাপড়গুলি রং করি সকাল-বেলায় রোদে দিই। ছোট মেয়েটার তা দেখে আনন্দ কত! সে পাড়ার সবকে ডেকে দেখায় আর বলে—আমার আল্ পাপল দেখবি আয় (লাল কাপড় দেখবি আয়)। প্রেমলাল দাদাকে বল্লাম ওদের সঙ্গে জুয়াচুরি করা কি ভাল হয়। দাদা হেঁসে বল্‌লে—রাজারা, বাবুরা যখন তাদের ছেলেদের বলে—আয় চাঁদ আয়। খোকার কপালে চিক্ দিয়ে যা। সেটা বুঝি চালাকী নয়!

দাদা গান গাইতো—

বলবো কি কপালের কথা
যায় না গো বলা।
কারো ভাগ্যে অট্টালিকা
কারো গাছতলা।
কেউ ফিরিছে হাটে শুধু,—
কেউ কিনিছে মিছরি মধু
কারো ভাগ্যে ডিংলে কধু
ঝিঙে কাঁচকলা।
কেউ পেটের জ্বালায় দীন ভিখারী,
কেউ করিছে চৌকীদারী
কেউ করিছে মেজেষ্টরী কেউ সদরয়ালা।
দু.খু করে কত নারী,
তাদের নাইকো বলে শাঁখা সাড়ী
কারো কাণে ঝুমকো ঢেরী—
ক'রো কাণবালা।

সরকারী কর্ম্মচারীদের হিন্দী শিক্ষা

ভারত সরকারের যে সকল কর্মচারী হিন্দী ভাষা জানেন না তাঁহাদের হিন্দী শিখাইবার জন্য বর্ত্তমানে দেশের ৩৬টি কেন্দ্রে হিন্দী ক্লাশ খোলা হইয়াছে। আগামী অক্টোবর মাসের মধ্যে আরও ১৩টি কেন্দ্রে হিন্দী ক্লাশ খোলা হইবে। বর্তমানে প্রায় ২০ হাজার সরকারী কর্মচারী হিন্দী শিখিতেছেন। ১৯৫৮ সনের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রায় ৫০ হাজার কর্মচারীর হিন্দী শিক্ষার ব্যবস্থা হইবে। বর্তমানে তিন প্রকার হিন্দী কোর্স যথা, প্রবোধ, প্রবীণ ও প্রাজ্ঞ আছে। ১৯৬১ সনে অফিসের কঠিন কার্য্যাদি শিক্ষণের জন্য একটি উন্নত কোর্স আরম্ভ করা হইবে। অধিক সংখ্যক কর্মচারীকে হিন্দী শিক্ষায় উৎসাহিত করিবার জন্য ভারত সরকার প্রত্যেক পরীক্ষার ফলাফল দেখিয়া যোগ্যতা অনুসারে নগদ টাকা পুরস্কার প্রদানের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

———

বন-মাঝে ও মনোমাঝে

স্বাধীনতার প্রথম বলি পূর্ব্ব বঙ্গের জমিদার। চণ্ডীমণ্ডপ দূরের কথা নিজের প্রাণের দায়ে আমাদের সরকারের শরীয়তী সরিকদের হাতে সর্ব্বস্ব দিয়ে স্বাধীন ভারতে কলোনিতে বাস করছে। শারদীয়া মহাপূজায় তাঁহার মত অবস্থাপ্রাপ্ত কুল-পুরোহিতকে নিয়ে বনের মধ্যে সামান্য আয়োজন করে তিন দিন প্রায় অনশনে মায়ের ঘটে অর্চ্চনা আরম্ভ করেছেন।

কলোনিতে সার্ব্বজনীন পূজায় মাইকের অত্যাচারে পুস্তকাচার্য্যের মন্ত্র শুনিতে না পাওয়ায় বনে দুর্গা-মায়ীকে আরাধনার প্রধান কারণ।

পূজান্তে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া উভয়ে দেখিলেন—মা দশভুজা আবির্ভূতা হইয়া তাঁহাদের দেখা দিলেন। আমরা বলি এটা VISION ভীষণ।

গান্ধীজীর জন্ম দিবস

আজ ২রা অক্টোবর বুধবার সমস্ত দেশে গান্ধীজীর জন্মদিবস প্রতিপালিত হইবে। অন্যান্য পর্ব্ব দিবসের মত পঞ্জিকায় তাঁহার জন্মদিবস সন্নিবেশিত হইয়াছে। গান্ধীজী দরিদ্র ভারতের মঙ্গলার্থে অনেক করিয়াছেন, অনেক বলিয়াছেন। আজকাল অনেক ভুঁইফোড় নেতা ফাঁকা ভাষণ দিয়া, কৃত্রিম চোখের জল ফেলিয়া গান্ধীজীর নাম ভাঙ্গাইয়া মতলব হাসিল করেন। আন্তরিকতা বড় একটা দেখা যায় না। আমরা তাঁহার আত্মার উদ্দেশে অবনত মস্তকে শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

জঙ্গিপুর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ

বিগত ২২শে সেপ্টেম্বর রবিবার সকাল ৭-৩০ ঘটিকায় জঙ্গিপুর মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীজগদানন্দ দত্ত মহাশয়ের সভাপতিত্বে জঙ্গিপুর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণী কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছে। সভায় বহু নিমন্ত্রিত ভদ্রমহোদয় সমবেত হইয়াছিলেন। ছাত্রগণের সঙ্গীত ও আবৃত্তি বেশ সুন্দর হইয়াছিল।

শারদীয়া মহাপূজার অবকাশ

জঙ্গিপুর সংবাদের গ্রাহক ও পাঠকগণের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন - আমরা বর্ত্তমানে আমাদের প্রাপ্য দুই সপ্তাহের ছুটি না লইয়া সময়ান্তরে গ্রহণ করিব।

সম্পাদক—'জঙ্গিপুর সংবাদ'

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম : "আর্টইউনিয়ন" টেলিফোন : বড়বাজার ৪১৮

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি
সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

* * *

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত
ইলেকট্রিক সলিউসন
— দ্বারা —
মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১৷৷০ টাকা ও মাশুলাদি ১৶০ এক টাকা তিন আনা।

সোল এজেন্ট :—**ডাঃ ডি, ডি, হাজরা**
ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

অরবিন্দ এণ্ড সন্স
মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

ঘড়ি, টর্চ, ফাউন্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্, সাইকেলের পার্টস্ এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।

এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, সাইকেল, ফটো-ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দরভাবে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত